কালের কণ্ঠ

তারিখ ..19.NOV.2016......
পৃষ্ঠা ...৮... কলাম...২.......

২৩ লাখ শিক্ষার্থীর হাতে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের বই

নিজস্ব প্রতিবেদক ▷

'দেশভিত্তিক উৎকর্ষ কার্যক্রম' নাম দিয়ে কর্মসূচিটির শুরু ১৯৯৪ সালে। বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের প্রথম বড় কর্মসূচি এটি। একসঙ্গে দুটি বা তিনটি স্কুল ও একটি বা দুটি কলেজ যেখানে রয়েছে, সেখানে খোলা হয় বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের শাখা। সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আগ্রহী শিক্ষার্থীদের নিয়ে পরিচালিত হয় শাখাগুলো। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা সপ্তাহে এক দিন একটি স্থানে মিলিত হতো। তাদের [illegible] হতো বই। পরের সপ্তাহে বইটি ফেরত দিয়ে নিয়ে যেত নতুন বই। বছর শেষে মূল্যায়ন করে তাদের হাতে উপহার হিসেবে তুলে দেওয়া হতো বই। এ কার্যক্রমটি এখন পেয়েছে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা। দেশের অর্ধেক অর্থাৎ ২৫০টি উপজেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পৌঁছে গেছে এ কার্যক্রম। এর মাধ্যমে বই তুলে দেওয়া হচ্ছে ২৩ লাখের বেশি শিক্ষার্থীর হাতে। এখন এই কার্যক্রমের নাম 'পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রম'।

▶▶ পৃষ্ঠা ৮ ক. ১

২৩ লাখ শিক্ষার্থীর

▶▶ প্রথম পৃষ্ঠার পর

২০০৯ সাল থেকে সরকারের শিক্ষা মন্ত্রণালয় 'সেকায়েপ' প্রকল্পের মাধ্যমে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রমে যুক্ত হয়েছে। এ প্রকল্পের আওতায় এখন দেশের ১২ হাজার স্কুল ও কলেজে বই পড়ার কার্যক্রম চলছে। এর বাইরে বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের নিজস্ব উদ্যোগে এ কার্যক্রম চলছে আরো দুই হাজার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। মোট ১৪ হাজার প্রতিষ্ঠানের ২৩ লাখ ৪০ হাজার শিক্ষার্থী এ কার্যক্রমের আওতায় এসেছে বলে জানান এই কার্যক্রমের ডেপুটি টিম লিডার মেজবাহ উদ্দিন আহমদ সুমন।

মেজবাহ উদ্দিন জানান, এ কার্যক্রমের আওতায় ষষ্ঠ থেকে দশম শ্রেণির শিক্ষার্থীরা পাঁচ বছরে মোট ৮৫টি বই পড়বে। একটি ক্লাসে শিক্ষার্থীরা পড়বে ১৬ থেকে ২০টি বই। শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া হয়—জীবনী, বাংলা সাহিত্য ও বিশ্বসাহিত্যের সেরা কিশোর ক্লাসিক, উপদেশমূলক বই, বৈজ্ঞানিক কল্পকাহিনী, কবিতার বই, গোয়েন্দা ও অভিযানের গল্প প্রভৃতি। বছর শেষে মূল্যায়ন পরীক্ষার মাধ্যমে পুরস্কৃত করা হয়; বিভাগীয় পর্যায়ে উৎসব করে বই তুলে দেওয়া হয় শিক্ষার্থীদের হাতে।

বিশ্বসাহিত্য কেন্দ্রের সভাপতি অধ্যাপক আবদুল্লাহ আবু সায়ীদ জানান, ২০১৯ সালের মধ্যে দেশের সব উপজেলার শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে এই 'পাঠাভ্যাস উন্নয়ন কার্যক্রম' পৌঁছে দেওয়া সম্ভব হবে। কালের কণ্ঠকে তিনি বলেন, আলোকিত মানুষ গড়ে তুলতে হলে বই পড়ার কোনো বিকল্প নেই। নতুন প্রজন্মের মধ্যে পাঠাভ্যাস তৈরি করতে পারলে তার প্রভাব চারদিকে ছড়িয়ে পড়বে।